Sem - 1 / CC - 01

নীতিশতক

(*) ভর্তৃহরি মতানুসারে মূর্খ ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর ?

উত্তর → সমাজে উন্নমনামী সুখসাগরে মানুষকে সৎ ন্যায় পথে পরিচালিত করার জন্য যেসকল বিদুষকে ভর্তৃহরি প্রভৃতি আচার্যগণ চিরদীপ্তিময় হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম শাস্ত্রে নিষ্ণাত ত্রিশতক সমাজ সংস্কারক নীতিশাস্ত্র বিশারদ ভর্তৃহরি শ্রেষ্ঠতম, তাঁর অমরকৃতি লেখনী চালনার মাধ্যমে নীতিশতক, শৃঙ্গারশতক, ও বৈরাগ্যশতক প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছেন, তার মধ্যে নীতিশতকে সুষ্ঠুজীবন যাপন করার জন্য মানব সমাজকে প্রেরণা দিয়েছেন, শৃঙ্খলিত জীবনযাপনের জন্য নীতিশতকের অবদান অবিস্মরণীয়, আপ্তবাক্যে উক্তি রয়েছে — 'নরত্বং দুর্লভং লোকে বিদ্যা তত্র সুদুর্লভা', অনুরূপ কবি আচার্য মনু বলেছেন — 'ইন্দ্রো ন হি শুচির:', ভর্তৃহরি মূর্খের নিন্দা ও বিদ্বানের প্রশংসা করেছেন, বিদ্বান সদ্গুণ দ্বারা প্রশংসিত হন, অপরপক্ষে মন্দব্যক্তি মন্দ অভ্যাসের ফলে সর্বত্র নিন্দিত হন।

এই সমাজে অজ্ঞ বিজ্ঞ ও অল্পজ্ঞ ভেদে তিন প্রকারের ব্যক্তি প্রকৃত শিক্ষার মানুষ দেখা যায়, তাদের মধ্যে অল্পজ্ঞ ব্যক্তির হয় না, কবি ভর্তৃহরি তাদের অন্তরে বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন হয় না, জীবন যাপন বিষয়ে জীবনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও বন্ধনাদায়ক জীবন যাপন বিষয়ে বর্ণনা করেছেন। সমাজে অল্পজ্ঞ মানুষের নিজের অজ্ঞতাকে অহংকারের আবরণে আবৃত রাখে, আর অল্পজ্ঞ ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে একটি ইংরাজিতে প্রবাদ রয়েছে - A little learning is a grate dangerous thing, অল্পবিদ্যা সর্বদা ভয়ংকরী হয়, তাই কবি তাদের মানুষকে কেউ সন্তুষ্ট করতে পারে না, তাই কবি বলেছেন - "জ্ঞানলবদুর্বিদগ্ধং ব্রহ্মাপি নরং ন রঞ্জয়তি", এখানে অল্পজ্ঞ ব্যক্তিকে মূর্খ ব্যক্তিরূপে অভিহিত করা হয়েছে। অল্পজ্ঞ ব্যক্তিকে মূর্খ ব্যক্তিরূপে কোনো প্রকার কল্পিত সুখ বিচারে বুদ্ধির অভাবে অবস্থানে বলা যায় না।

কবি ভর্তৃহরি বিভিন্ন উপমার দ্বারা মূর্খ ব্যক্তিদের জীবন দর্শনকে বর্ণনা করেছেন, যথা — কুমীরের দুর্বিষহ দাঁতের মধ্যে থেকে বলপূর্বক মণি মুক্তো প্রাণী মকরের মুখগহ্বর থেকে আনা যেতে পারে, এমনকি আন্দোলিত তরঙ্গযুক্ত সমুদ্র পার হয়ে যেতে পারে, অতএব বিষধর বিষযুক্ত সমুদ্রকে অতিক্রম করা যেতে পারে, মস্তকে ধারণ করা যেতে পারে, কিন্তু সমাজে পুষ্পের ন্যায় কোনো প্রকার প্রসন্ন করা যেতে বিপরীত চিত্তবিশিষ্ট মূর্খকে কোনো প্রকার, বালি থেকে তেল পাওয়া যেতে পারে না, কঠোর পরিশ্রম করে মানুষ মরীচিকা থেকে জল পেতে পারে, অতএব শশকের শৃঙ্গ খুঁজে পেতে পারে, ইতস্তত ভ্রমণ করলে আশা রেখে খুঁজে খুঁজে মেলাতে পারে, কিন্তু মূর্খ ব্যক্তিদের কোনো প্রকার প্রসন্ন করা যেতে পারে না।

→